তারা অস্বীকারকারী

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

এখন ফিতনার সময়। সবকিছুরই একটা সময় আছে। এখন শেষ সময়, ফিতনার সময়। আল্লাহ্ (জাল্লা জালালুহু) আমাদের নিরাপদ রাখুন। ইসলাম সবাইকে তাদের অধিকার দিয়েছে। ইসলামের বাইরে করা সমস্ত কার্যকলাপ অভিশপ্ত।

আমরা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর একটি হাদীস পড়লাম। সেই হাদীসে বলা হয়েছে, "যে মানুষ কোন জিম্মি ব্যক্তিতে কষ্ট দিবে, আমি তার বিপক্ষে দাঁড়াবো।" তিনি জিম্মি বলতে বুঝিয়েছেন মুসলিম দেশসমূহে বসবাসকারী অমুসলিম লোকদের। জিম্মিদের নিপীড়নকারী ওইসব মানুষেরা বিচারের দিনে জবাবদিহি করবে এবং তাদের কাজের জন্য শাস্তি পাবে।

এখন বহু মানুষ বের হয়েছে যারা এমন সব কাজ করে যা ইসলামের ভেতরে নেই, কিন্তু তারা বলে এগুলো ইসলামের কাজ। যারা এই কাজগুলো করে তাদের সাথে শুরু থেকেই ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তারা শয়তানের সৈন্য, শয়তানের বান্ধব।

প্রথমতঃ আত্মহত্যা করা একটি বিশাল গুনাহ। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে সে কিয়ামাত পর্যন্ত অনবরত সেই আত্মহত্যার পুনরাবৃত্তি করতে থাকবে কবরের জীবনের প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায় এবং প্রতি মিনিটে।" তারা এমনিতেও ঈমান না থাকার কারণেই আত্মহত্যা করে। তারা ভাবে এই জীবনের পরে কিছুই নেই, কিন্তু আসল জীবনই মৃত্যুর পরে।

এই জীবন চোখের একটি পলকের সমান দীর্ঘ, কিন্তু আখিরাতের জীবন অন্তহীন জীবন, চিরন্তন জীবন। যে ব্যক্তি বোমা ফাটিয়ে আত্মহত্যা করে সে কিয়ামাত পর্যন্ত প্রতি মিনিটে বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হতে থাকবে। "প্রতিটি মৃত্যুর তীব্রতা হবে এক হাজার তলোয়ারের আঘাতের মত", বলেন আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ)। তাদের মৃত্যু এতই কঠিন, সহজ নয়।

মুসলিমের জন্য মৃত্যু হচ্ছে এক কামরা থেকে আরেক কামরায় যাওয়ার মত। কিন্তু যারা অবিশ্বাস নিয়ে মারা যায়, ঈমান ছাড়া মারা যায়, তাদের জন্য মৃত্যু খুবই কঠিন। সেই লোক প্রতি মিনিটে বিস্ফোরিত হবে। সে যদি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে তবে প্রতি মিনিটে সে বিষ খেতে থাকবে

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

এবং তার সেই অবস্থা চলতে থাকবে বিচারের দিন পর্যন্ত। মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যাওয়া বলে কোন কিছু নেই। যে ঈমান ছাড়া গেছে তাকে আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) শাস্তি ছাড়া রাখবেন না।

অমুসলিমেরা জিম্মি এবং তারা আমাদের দেশে আসে নিরাপদ থাকার জন্য। কেউ যদি অন্যের জীবন হরণ করে এবং তাদের উপর অত্যাচার করে, তার জন্য হিসাব হবে।

তোমরা নিজেদের দেশের মুসলিমদেরকেও অত্যাচার কর। আর তারপরেও নির্লজ্জভাবে নিজেদের মুসলিম বলে দাবী কর। তোমাদের ইসলাম ও মুসলমানত্বের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। একজন মুসলিম সত্যিকার পুরুষের মত লড়াই করে, কুকুরের মত নয়। হঠাৎ বোমা ফাটিয়ে মানুষ মারা বিশ্বাসঘাতকতা এবং নীচতা। এরা সেরকম লোক যারা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তাদের অনিষ্ট থেকে আমাদের নিরাপদ রাখুন। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তাদের শাস্তি দিবেন।

আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) নির্বোধদেরকে বুদ্ধি দান করুন। জিম্মিরা নিপীড়নের শিকার হলে কেউ যদি বলে, "এটাই তাদের প্রাপ্য", তাহলে সেই লোকের ক্ষতি হবে। তোমরা জিম্মিদের প্রতি করুণা বোধ করবে। আর জিম্মিদের যারা আঘাত করে তাদের কাজ নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট নই, আমরা তাদের কার্যকলাপ প্রত্যাখ্যান করি। তাদের ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তারা অস্বীকারকারী। আমরা এখন এখানে বলছি। সব জায়গার সব মুসলিমদেরও এরকম বলা উচিৎ যেন তাদের প্রতি কারো হৃদয়ে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না থাকে।

সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন ইসলাম, সবচেয়ে সুন্দর ইসলাম ছিল ওসমানিয়া খালিফাগণের সময়কার ইসলাম কারণ ওসমানিয়া শাসকগণ ছিলেন দয়াশীল। ওসমানিয়াগণ সবকিছুর সামঞ্জস্য ভালোভাবে বজায় রাখতেন এবং সবকিছু প্রয়োগও করতেন সর্বোত্তমরুপে। এটাও শয়তানের পছন্দ হয়নি এবং সেই মহান খিলাফাতটিকে সরানো হয়েছে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ্, মাহদী আলাইহি সালামের সাথে সেই খিলাফাত আবার ফিরে আসবে এবং পৃথিবী ন্যায়ে পরিপূর্ণ হবে। এই লোকেরা, এই যালিমেরা সবার আগে চলে যাবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তাদের সবাইকে সরিয়ে নিন, ইনশাআল্লাহ্।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

১৩ জানুয়ারী ২০১৬ / ৩ রাবিউল আখির ১৪৩৭

আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।